দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26/12/82 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

027

পেশা হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা

মোঃ আবদুস সাত্তার

গ্রন্থাগারিকতা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটি সফল পেশা। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে গ্রন্থাগারিকতার প্রসারও ঘটেছে। নিঃসন্দেহে অন্যকোন পেশার সাথেই এর তুলনা চলেনা। বর্তমান অন্য সব পেশা বলতে গেলে মূলতঃ এর উপর নির্ভরশীল এবং একান্ত মুখাপেক্ষী। এর স্বয়ংসম্পূর্ণতাই এর ভিত্তি। উন্নত দেশগুলোতে এটা স্বীকৃত। স্বীকৃত।

গ্রন্থাগারিকতার ইতিহাস সুদীর্ঘ। ইতিহাসের এর অধ্যায়টি খুবই চমকপ্রদ এবং ব্যাপ্ত, সহজেই আর সব পেশা থেকে গ্রন্থাগারিকতাকে পৃথক করা যায়। আপন আপন বৈশিষ্ট্যগুনেই এই পেশা এরূপ উৎকর্ষ সাধন করেছে। তাছাড়া স্বীকৃত পেশা হিসেবেও গ্রন্থাগারিকতা সবচেয়ে প্রাচীন। পৃথিবীর বিবর্তনের ধারায় গ্রন্থাগারিকতা সার্বজনীনতার রূপ ধারণ করেছে। আর এটা করেছে সভ্যতার ঐতিহ্যও মহিমা সংরক্ষণের জন্যে, বিবর্তনের ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্যে, সাহিত্য-সাংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে। সভ্যতার ইতিহাসকে অমলিন রেখে গ্রন্থাগারিকতা সুষ্ঠুভাবে কালোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কখনো কালের গর্ভে বিলীন হয়নি অথবা অপঘাতের শিকার হয়নি। বিশ্বজনীন সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে গ্রন্থাগারিকতা।

বিশ্বজনীনতা লাভের ক্ষেত্রে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে—এ পেশা মৌলিকভাবে শিক্ষামূলক। শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটাতে জীবনের ন্যূনতম ক্ষেত্রে শিক্ষার বাস্তবতা প্রচার করতে এবং জ্ঞানালোকের দীপ্তিকে প্রসারিত ও উদ্ভাসিত করতে মুখ্য বাহন হিসেবে কাজ করেছে গ্রন্থাগারিকতা। অনাদিকাল থেকে মৌলিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে নিরন্তর। দিক্‌নির্দেশও করেছে।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকতার বিকল্প উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। সরকারীভাবে না হলেও ব্যক্তি অথবা সমষ্টিগত তা বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে রয়েছে প্রচেষ্টায় গতির মন্থরতা তাই গ্রন্থাগারিকতার ব্যক্তিশীলতারও অভাব এর কদরও হচ্ছে না প্রত্যাশিতরূপে। অথচ গ্রন্থাগারিকতা আর সব পেশার থেকে ভিন্ন, এর স্থানও অনেক ঊর্ধে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগারিকতার ব্যাপক সাফল্যই মূলতঃ জাতির সাফল্য, এবং এতে একান্ত সমৃদ্ধি নিহিত।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, সমৃদ্ধ তথ্য প্রাপ্তি ও সুষ্ঠু বিতরণ ছাড়া কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডই সফলতা লাভ করতে পারে না। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় সুষম তথ্য প্রাপ্তি এবং বিবরণের সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ না করা পর্যন্ত কোন ভাবেই জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু অর্থনীতিই জাতির মেরুদন্ড; জাতির মেরুদন্ডকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার জন্যে চাই পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিন্যস্ত সুষম তথ্যভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর রূপান্তর ও প্রবৃদ্ধির জন্যে ব্যবহারিক ও মৌলিক শিক্ষা ও গবেষণা দরকার। মনগড়া ও ব্যক্তির ইচ্ছামাফিক গবেষণার বিলোপ সাধন এবং প্রকৃত গবেষণায় নিয়োজিতদের গ্রন্থাগারমুখী প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি, পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ জ্ঞান ও মেধার তুলনামূলক মূল্যায়ন ও প্রয়োগ এবং সময় অবস্থা, অর্জিত জ্ঞান ও মেধার সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে গ্রন্থাগারিকতার মৌলিক লক্ষ্য। সঠিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে গ্রন্থাগারিকতাকে বিধিসম্মত উপায়ে সংগঠিত করা দরকার। তাছাড়া উন্নয়ন কর্মকান্ড; নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনায় অংগীভূত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের 'কংগ্রেস লাইব্রেরী' সিনেট সদস্যদের কাজে মুখ্যতঃ নিয়োজিত। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিবেদিত একথা বললে অপ্রাসংগিক হবে না যে, জাতির মেরুদন্ডকে শক্ত রাখার জন্যে ও চালিকা শক্তিকে সচল রাখার স্বার্থে সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিকতার উৎকর্ষ সাধন করা দরকার; এটা শতাব্দীর স্বীকৃতি যে গ্রন্থাগারিকতা একটি পেশা কারিগরি বৃত্তি, ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক-উভয় শিক্ষার বিশ্বস্ত মাধ্যম। গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আজকের বিশ্বে অধিকতর স্বীকৃত। তাই সার্বিক ব্যবহারিক ও বাস্তবমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বর্তমান সরকারের ঘোষিত শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা গ্রন্থাগার ভিত্তিক অংকিত হলে অধিক ফলপ্রসূ হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রচলিত। বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রম গ্রন্থাগার ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু দেশের অধিকাংশ লোকই গরীব এবং স্বল্প আয়ের, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এদেরকে খরচ বহন করতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা হলো গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের প্রচলন করা। সরকারী উদ্যোগ গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে। এবং তা প্রত্যেকের জন্যে অবাধ থাকবে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা নিষেধ থাকবে না। নিঃসন্দেহ এরূপ ব্যবস্থার ফলাফল হবে উন্নয়নমুখী ও গঠনমূলক।

শুধুমাত্র শিক্ষাই নয়, আজকের বিশ্বের ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, এবং অন্যটি হচ্ছে নিরক্ষরতা। উভয় সমস্যার সমাধানের জন্যেই মূলতঃ প্রচারভিত্তিক ব্যবস্থা দরকার। সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক প্রচার ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অবাধ প্রচারিত ঘোষণা অথবা ফলাফলের তথ্য প্রবাহের স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণবোধ জন্মায়। এরূপ ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহের জন্যে গ্রন্থাগারিকতার প্রয়োজন আছে।

(৭-এর কঃ পর)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26/12/82
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

(৬-এর কঃ দ্রঃ)

আধুনিক গ্রন্থাগারভিত্তিক প্রচার ও তথ্যের প্রবাহ গণমানুষের কাছে অতিদ্রুত ও স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

বস্তুতঃ গ্রন্থাগারিকতা একটি প্রয়োজনীয় এবং কালোত্তীর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত পেশা। কিন্তু আমাদের দেশে তা এখনো তেমন মর্যাদা লাভ করেনি। এ পেশার স্বীকৃতি এখনো সরকারীভাবে দেয়া হয়নি। বলতে গেল, গ্রন্থাগারিকতার পেশা আমাদের দেশে নিতান্তই অবহেলিত। গ্রন্থাগারিকতায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীও কর্মচারীদের বাস্তবিকই প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। এই পেশার সার্বিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রেও নেয়া হয়নি তেমন কোনো ব্যবস্থা

বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক ও শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, আর্থসামাজিক অবকাঠামোর মূল্যায়ন ও নির্ধারণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গ্রন্থাগারিকতার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণও দরকার। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সরকারী পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ বিষয়ক কর্মকান্ডও অবাধ সুষম তথ্য নির্ভর। সুতরাং এদিক থেকেও গ্রন্থাগারিকতা ও পেশায় নিয়োজিতদের কল্যাণের জন্য সরকারী মনোযোগ দেয়া এবং উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সার্বিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সুষ্ঠু ও সুষম তথ্যের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও বিন্যাস যে একান্ত অপরিহার্য, তা না বললেও চলে। এছাড়াও কোন উন্নয়নমূলক ও প্রগতিশীল কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্যে গ্রন্থাগারিকতার লক্ষ্যে নজর দেয়া দরকার। বিশেষতঃ পেশার মূলগত স্বীকৃতি, ক্যাডারভুক্ত করা, ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করা, মর্যাদার যথার্থ বিন্যাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিদান ইত্যাদি।

জাতি ও দেশের কল্যাণের স্বার্থে গ্রন্থাগারিকতা ও পেশাজীবীদের কথা সরকারের বিশেষ বিবেচনা পাবে, এটাই প্রত্যাশিত। পেশার উৎকর্ষ সাধন যেমনি, তেমনি কর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া মৌলিক কোন ফলাফল লাভ করা কঠিন, বস্তুতঃ এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের কথা মনে রেখেই গ্রন্থাগারিকতাকে জরুরী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।